দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ০৮ NOV 2015
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

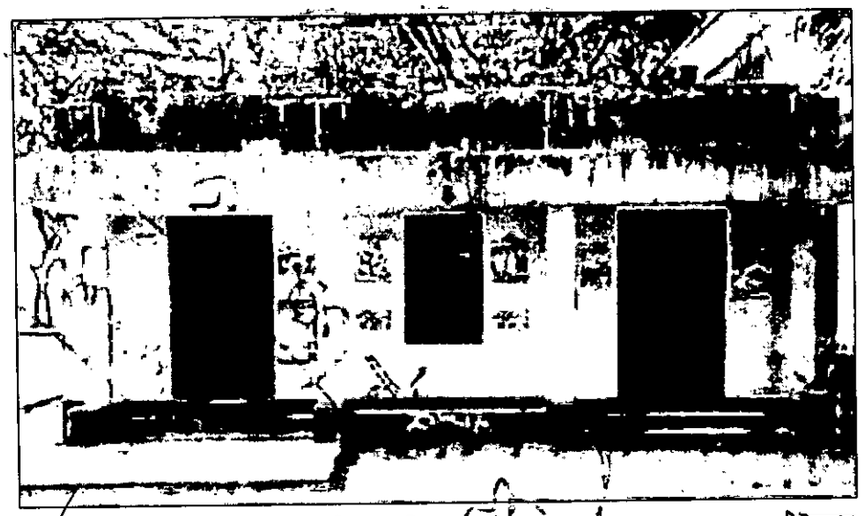

তাহিরপুর (সুনামগঞ্জ) : তাহিরপুর উপজেলা পাবলিক লাইব্রেরি ভবনের বর্তমান অবস্থা —ইত্তেফাক

তাহিরপুরে পাবলিক লাইব্রেরি ২৮ বছরেও চালু হয়নি

■ তাহিরপুর (সুনামগঞ্জ) সংবাদদাতা

তাহিরপুর উপজেলার পাবলিক লাইব্রেরীটি কখনো তালাবদ্ধ, কখনো অফিসার্স ক্লাব আবার কখনো মিটিংয়ের স্থান হিসাবেই দেখা যায়। দেখা যায়নি কখনো পাবলিক লাইব্রেররি হিসাবে। যার ফলে একই অঙ্গে বিভিন্ন রূপ দেখছে উপজেলাবাসী। তাহিরপুর উপজেলার জ্ঞানের আলোর ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন পাবলিক লাইব্রেরীটি ২৮ বছর আগে নির্মিত হলেও ২৮ দিনের জন্যও চালু হয়নি পাবলিক লাইব্রেরী হিসাবে।

নানা সমস্যা দেখিয়ে পাঠকদের জন্য উম্মুক্ত করতে পারেনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এ পর্যন্ত যারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে যোগদান করেন তারা প্রথমে উদ্যোগ নিলেও পরে থেমে যায়। ২০০২ সাল থেকে এ পর্যন্ত পাবলিক লাইব্রেরিকে অফিসার্স ক্লাব হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এখন অফিসার্স ক্লাব মিটিংয়ের স্থান হিসাবে চালু আছে। উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে ভালো পাঠাগারের সুবিধা নেই। পাঠাগার না থাকায় উপজেলা সদরে নির্মিত পাবলিক লাইব্রেরিটি ছিল শিক্ষার্থী ও সর্বস্তরের জনসাধারণের একমাত্র ভরসা। কিন্তু পাবলিক লাইব্রেরিটি চালু না থাকায় উপজেলার স্কুল, কলেজের শিক্ষার্থী ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বই পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

১৯৮৭ সালে পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার জন্য ওই ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাবে তা আর চালু করা হয়নি। ১৯৯৩ সালে এটি চালু করার লক্ষ্যে তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সভাপতি করে একজন সদস্য সচিব ও পাঁচজনকে সদস্য করে গঠন করা হয় পরিচালনা কমিটি। কিন্তু অর্থ সংকট দেখিয়েই সেই উদ্যোগও ব্যর্থ হয়। তাহিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইকবাল হোসেন বলেন, প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকায় পাবলিক লাইব্রেরি চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে গণগ্রন্থাগার চালুর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে।

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান কামরুল বলেন, শুধু পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না পাঠ্যবই ছাড়াও অন্যান্য বইয়ের মধ্যদিয়ে মানুষ জ্ঞান অর্জন করতে পারে। তার জন্য উপজেলা সদরে নির্মিত পাবলিক লাইব্রেরিটি চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবো।